দৈনিক
আমাদের সময়

19 MAY 2017
8 7

■ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সম্পত্তি অবৈধভাবে দখলে

অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন

দেশে কোনোভাবেই অবৈধ দখল বন্ধ করা যাচ্ছে না। সমাজ ব্যবস্থাপনায় নানা পরিবর্তনের সূত্র ধরে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে নেতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে। ফলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সম্পত্তিও এখন অবৈধ দখলদারদের হাতে। দখলবাজদের থাবায় অস্তিত্ব সংকটে পড়ছে রাজধানীর বেশিরভাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

আমাদের সময় সংবাদসূত্রে জানা গেছে– রাজধানীর বেশিরভাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন কিংবা জমি অবৈধভাবে দখলে নিয়েছে প্রভাবশালীরা। এসব সম্পত্তিতে গড়ে উঠেছে হাইস্কুল, ল' কলেজ, দোকান, লাইব্রেরি ইত্যাদি। ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চাহিদা মেটাতে নতুন ভবনের নির্মাণকাজ শুরু করা যাচ্ছে' না জমির মালিকানা জটিলতায়। অনেক জায়গায় দখলদারদের উচ্ছেদ করা যাচ্ছে না। প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন বছরের পর বছর দেনদরবার করেও পুরো সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেনি। উল্লেখ্য, রাজধানীর ২৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবৈধ দখলকৃত সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৩ নম্বর সাবকমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নে গলদঘর্ম জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয়। সম্পত্তি উদ্ধারে রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা ও স্থানীয় পেশিশক্তির কাছে অসহায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন। শুধু রাজধানীতেই এমন চিত্র নয়, সারা দেশে একই চিত্র লক্ষ করা যায়। কতিপয় ক্ষমতাধরের সরকারি জমি দখল করে বাণিজ্য করা এক ধরনের নিয়মে পরিণত হয়েছে। প্রায়ই গণমাধ্যমে এ ধরনের খবর প্রকাশিত হয়। কিন্তু এর সুরাহা তো তেমন হয়ই না বরং দিন দিন দেশজুড়ে এমন জবরদখল বেড়েই চলেছে। তাই অবৈধ দখলমুক্ত করতে কার্যকর ব্যবস্থা জরুরি।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৩ নম্বর সাবকমিটির সুপারিশ কেন বাস্তবায়ন হচ্ছে না– এ বিষয়টিও বিচক্ষণতার সঙ্গে বিবেচনা করে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া বাঞ্ছনীয়

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সম্পত্তি আত্মস্বার্থে ব্যবহৃত হওয়ার বিষয়টি মেনে নেওয়ার সুয়োগ নেই। শিশুদের পাঠদানের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি জাতি গঠনের জন্য অতীব জরুরি। সঙ্গত কারণেই সম্পত্তি উদ্ধারের বিষয়টিকেই সর্বাধিক গুরুত্বের সঙ্গে ভাবতে হবে। এর আগের উদ্যোগ যদি কোনো কারণে ব্যর্থ হয়ে থাকে তা হলে ব্যর্থতার কারণগুলো শনাক্ত করে সমাধানের নতুন পথ বের করে সরকারি জমি দখলমুক্ত করতে হবে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৩ নম্বর সাবকমিটির সুপারিশ কেন বাস্তবায়ন হচ্ছে না– এ বিষয়টিও বিচক্ষণতার সঙ্গে বিবেচনা করে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া বাঞ্ছনীয়। এ জন্য প্রয়োজন সর্বোচ্চ মহলের সদিচ্ছা।